বাঙ্গালী বধু ড: এ্যালেন

শামসুন্নাহার পরান

জন্মসূত্রে বিদেশী আর বিবাহসূত্রে বাঙ্গালী বধু। ডাঃ এ্যালেন যথার্থই বাঙ্গালি বধু ছিলেন। তিনি সেবা করেছেন শশুর-শাশুড়ী,খাতির করেছেন স্বামীর পরিবারের সকল কুটুম্বের। মানুষের জীবন হলো সামনের দিকে এগিয়ে চলা,বহমান। তবুও মানুষকে কখনো কখনো থমকে দাঁড়াতে হয়, পেছনে ফিরে তাকাতে হয়, ফেলে আসা হারিয়ে আসা পুরানো স্মৃতি নিয়ে তন্ময়তায় অতীতের বিশেষ দিন-কাল-ক্ষনে বিচরণ করতে হয় সচেতন কিংবা অবচেতন মনে। আনন্দ বেদনার দোলায়িত মনে হারানো আত্মীয়-পরিজনের বিয়োগ ব্যাথার নোনা অশ্রুধারার জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় ফেলে আসা কিছু ঘটনাচিত্র। তেমনি স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে আসে ডঃ এ্যালেন সাত্তার। তিনি বাংলাদেশের কৃতিসন্তান ডঃ এম এ সাত্তারের সূযোগ্য স্ত্রী। ডঃ সাত্তার উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বৃটিশ থাকাকালীন ডঃ এ্যালেনের সাথে পরিচয়। একসময় ডঃ সাত্তার দেশে ফিরে আসেন এবং সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তৎকালীন নারায়নগঞ্জের এস.ডি.ও থাকাকালীন একদিন ডঃ এ্যালেন এদেশে আসেন ডঃ সাত্তারকে খুঁজতে। বিদেশে ভার্সিটিতে অধ্যয়নকালীন তারা দু'জনই ভাল বন্ধু ছিল। নারায়নগঞ্জের এস.ডি.ও অফিসে ভিনদেশী ডঃ এ্যালেন স্বশরীর এসে দেখেন সাহেব ট্যুরে গেছেন। তারপর প্রতিক্ষার পালা। বিদেশী ডঃ এ্যালেন শেষরাত অবধি সাত্তারের প্রতীক্ষা করতে গিয়ে দেশীয় মশার কবলে পড়েন। মশার উদরপুর্তির পর একসময় ডঃ সাত্তার বাসায় ফিরেন। ডঃ এ্যালেনের দীর্ঘতম এবং কষ্টার্জিত প্রতীক্ষায় মুষড়ে পড়লেন সাত্তার। পরিচিত বিজ্ঞজনদের অভিমত তখন থেকেই তাদের সম্পর্ক বাঁক নেয় ভরা নদীর পথে। সাত্তারভাই সরকারী বড় তকমাধারী। বিদেশী নাগরিক বিয়ে করলে সিভিল সার্ভিস হারানোর ভয় কাজ করছে তখন। এগিয়ে আসলেন বাংলা ভাষার কিংবদন্তিতুল্য গবেষক ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি সম্ভবত দত্তক নিলেন ডঃ এ্যালেনকে। ভিনদেশী এ্যালেনকে আপন মেয়ের মতো স্নেহ-মমতায় মুড়ে বিয়ের আয়োজন করলেন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ । পাত্র ডঃ এম.এ সাত্তার আর পাত্রী ডঃ এ্যালেন। এ যেন "সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার"। ডঃ সাত্তার বর্তমান চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার নাওড়া গ্রামের এক তেজী সমাজ বিপ্লবের অবিসাংবাদিত নেতা মরহুম আজিজুর রহমান পাটোয়ারীর ছেলে। মরহুম আজিজুর রহমান পাটোয়ারী ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু,উভয়ে ঋণ সালিশী বোডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সাত্তার ছিলেন আশৈশব মেধাবী ও চিন্তাশীল। বাল্যকাল থেকেই এলাকাবাসীর কাছে যিনি পরিচিতি পান একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে। সবসময় তিনি বয়সের তুলনায় চিন্তা-চেতনায় অগ্রগামী ছিলেন, আপন ভবিষ্যৎ নিমার্ণে উচ্চাকাংখী তরুণ। তার বাবা আজিজুর রহমান পাটোয়ারী স্বাধীনচেতনায় আপোষহীন ছিলেন। পন্ডিত বাড়ীর ছেলে হয়েও স্বাধীন পেশা দর্জি কাজ বেছে নেন এবং বাজারে পোষাক তৈরীর দোকান দিয়ে স্বকর্ম এবং অন্যের কর্মসংস্থান করেন। তাঁর ছেলে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ডঃ সাত্তার পাট মন্ত্রনালয়ের সচিব হিসেবে অবসরগ্রহন করেন। ডঃ এ্যালেন এর আলোচনা করলে ডঃ সাত্তারের প্রসঙ্গ এসে যায়, "নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা"। ডঃ এ্যালেন বিবাহ সূত্রে এদেশের বৌ হয়ে পরবর্তীতে সত্যিকার অর্থে তিনি এদেশ এবং এদেশের মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিলেন। মানুষের প্রতি নিখাদ ভালবাসার উৎস তার হৃদয়জুড়ে প্রবাহমান ছিলো বলেই তিনি সহজে শত মাইল পাড়ি দিয়ে ভিন দেশে এসে ভিন মানুষ ভালবাসতে পেরেছিলেন নির্বিবাদে। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি ডঃ এ্যালেন কুমিল্লার তার স্বামী ডঃ এম এ সাত্তার এর গ্রামের বাড়ীতে সরলা,অবলা পল্লী নারীদেরকেও আপন করে নিয়েছিলেন অতিসহজেই। গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের আপন করে নিয়েছিলেন গভীর মমতায়। মানুষের সম্পর্ক এবং ভালবাসার মধ্যে দুটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো ভালবেসে সুখী হওয়া অপরটি হলো ভালবাসিত হয়ে সুখী হওয়া। আবার কেউ কেউ ভালবাসা এবং ভালবাসিত উভয়ই হতে

পছন্দ করেন। মানুষের এই দুই চিরন্তন প্রবণতার মধ্যে ডঃ এ্যালেন ছিলেন ভালবেসে সুখী হওয়ার দলে। ভালবাসতেই তার আগ্রহ এবং তৃপ্তি। গোষ্ঠি উন্নয়ন চিন্তক বাংলাদেশে সি বি ডি কার্যক্রমের জন্মদাত্রী ডঃ এ্যালেন সাত্তার। তিনি আমেরিকান প্যাগী কারিল,পরিবার পরিকল্পনায় আত্মনিবেদিত মহিলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মোফাজ্জের খান (মুস্তরী আপা), নিশাদ কবীরসহ আরো অনেককে নিয়ে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। নিশাদ কবীর তার স্বামী সরকার কবীর উদ্দিন তাঁদের মেয়ের অকাল মৃত্যুর পর দেশ ছেড়ে আমেরিকায় যান। তাদের বিভিন্ন উদ্যোগে "ভয়েজ অফ আমেরিকায়" খবর পাঠক সরকার কবীরের স্ত্রীও ছিলেন বর্তমানে তিনি আমেরিকায় থাকেন। এখনো মাঝে মাঝে দেশে বেড়াতে আসেন।

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আইকমপের ওয়ার্কশপে ডঃ এ্যালেনের সাথে লেখিকা

একবার কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত আইকম আয়োজিত কর্মশালায় ডঃ সাত্তার ও ডঃ এ্যালেন অংশগ্রহন করেন, সাথে ছিলো তাদের ছেলে আজিজ। সমুদ্র এবং বনবিভাগের কিছু তথ্য আজিজের প্রয়োজন। আজিজ ডি.সি অফিসে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয়ে বিফল মনে ফিরে আসে রুমে। চা'য়ের পেয়ালা হাতে আমার স্বামী রহমানসহ ডঃ এ্যালেন দম্পতির সাথে বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম তখন। ছেলের উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে এ্যালেন জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আজিজ বলে,বৃথা সময় নষ্ট হলো। প্রয়োজনীয় তথ্য ঢাকায় গিয়ে সংগ্রহ করতে হবে, এটাই সরকারী নিয়ম। আজিজের কথা শুনে এবং বৃথা সময় নষ্ট হওয়ার উপস্থাপনায় আমি হেসে ফেলি, রহমান বলে বনবিভাগ বিষয়ে পরাণ কিছু করতে পারে.... ...। আমি আজিজকে বলি, তোমার সময় এমনি-এমনি নষ্ট হতে দেয়া যায় না। চলো আমার সাথে, দেখি কী করা যায়, গাড়ীটা নাও। এ্যালেন খুশী হয়ে বলেন সাত্তার তোমার গাড়ীটা ওদের দাও। সে ডি.এফ.ওর বাংলোয় যাবে। আজীজসহ ডি.এফ.ওর বাংলোয় এসে দেখি ডি.এফ.ওর স্ত্রী গাছ থেকে ডাব পাড়াচ্ছেন। জিনাত ভাবীর সাথে আজিজের পরিচয় করিয়ে দিতেই ভাবী বলে উঠলো তোমার মা ঢাকা ভার্সিটিতে আমার শিক্ষক ছিলেন। এসো ভিতরে এসো বলে তিনি সাদরে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। জিনাতভাবী আমার খালাতো ভায়ের বউ। সাহেব অফিসে মিটিং-এ আছেন। ভাবী ফোন হাতে বললেন দেখি কতটুকু করতে পারি। আসার সময় ভাবী অনেক গুলি ডাব গাড়ীতে দেয় ডঃ এ্যালেনও আমাদের জন্য। ডি.এফ.ও মহোদয় পরদিন সকালে আজিজকে অফিসে যেতে বলেন এবং অফিসে গেলে এক প্যাকেট বন বিভাগের পুস্তিকা ও তথ্যপত্র দেন। আজিজ ও সাত্তার খুব খুশী, ডঃ এ্যালেন ও ডঃ সাত্তার এর ইচ্ছে ছিল,আজিজ পড়া শেষে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সেটেল্ড করে বাংলাদেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখবে। ডঃ এ্যালেন কুয়ালালামপুরে তাদের বাড়িতে বসে বলেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছে আজিজ যেন চাঁদপুরের তথা বাংলাদেশের সাথে আজীবন সম্পর্ক রাখে। কলেজ ছুটিতে আজিজকে প্রায় বাপের সাথে বাংলাদেশ আসতে উৎসাহ করতো ডঃ এ্যালেন। তারা দেশে আসলে আমাদের চট্টগ্রামের বাড়িতে আসতো। বাড়ীর সামনের বাগান আজিজের খুব পছন্দ। লনে দোলনায় ঝুলে বাপকে বলতো এ বাসায় মেয়ে বেশী। আমার চার মেয়ে এক ছেলে। ছেলে ফৌজদার হাট ক্যাডেট হয়ে ভার্সিটি হলে থাকতো।

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। শহীদ মিনার হতে বাংলার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়,বাড়ীর হেঁসেল থেকে রাজসিংহাসন, সর্বত্র বাংলা এবং বাঙ্গালীর শোকে কিংবা গর্বে হৃদয় রাঙানোর মাস। কৃষ্ণচূড়া ফুলে ভরে থাকে পিচঢালা রাজপথ কিংবা গ্রামের মেঠোপথ। ঢাকায় এক মিটিং-এ ডঃ সাত্তারসহ ডঃ এ্যালেনের সাথে দেখা হয় । মিটিং শেষে ডঃ সাত্তার, ডঃ এ্যালেন আর আমাকে নিয়ে গেলেন তার চেম্বারে। তখন তিনি যুগ্নসচিব। চেম্বারে নিয়ে তিনি জিজ্ঞস করলেন, আমি কোথায় উঠেছি। আমি জানালাম মিটিং শেষে ১৪/এ ধানমন্ডি আমার ছোট ফুফুর বাড়ি যাবো। ধানমন্ডি আমার ফুফুর বাড়ির সামনে এসে ডঃ এ্যালেন গাড়ী থেকে নামলেন, বললেন বিকেলে গাড়ী পাঠাবো, বাসায় এসো। আমার শাশুড়ী আছেন বাসায়।

তোমাকে পেলে খুবই খুশী হবেন, রাতে একসাথে খাবো। বিকেলে গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের বাসায় যখন পৌঁছাই তখন ডঃ সাত্তারের মা আমাকে জড়িয়ে আদর করে বললেন মাঝে মধ্যে এসো এ্যালেন গাড়ী পাঠাবে। ওনার সাথে ছিলেন কিশোরী এক নাত্নী। পরে পারভীন ঢাকা ভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতায় এম এ পাশ করে, বর্তমানে স্বামীর সাথে আমেরিকায় থাকে। রাতে একসাথে বসে খাওয়ালেন। ডঃ সাত্তারের মা তখন সুস্থ ছিলেন। পরে স্ট্রোক করে শীরের নিন্মাঙ্গ অবশ হয়ে যায়, তখন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতেন নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় । তবুও উৎফুল্ল হাসি দিয়ে গ্রহন করতেন সবাইকে। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই ছিলেন। বিশেষ করে ডঃ সাত্তার, তাঁর স্ত্রীও সন্তানদের নিয়ে গর্বিত ছিলেন। একবার আজিজুর রহমান পাটোয়ারী সাহেব বলেন ডঃ এ্যালেনের মত হলে সব ছেলেকে মেম বিয়ে করাতেন,স্পস্ট উক্তি মেম হলেই মন্দ হয় না।

মালেশিয়ায় পনের দিনের ওয়ার্কশপে বেইস এর তৎকালিন ডাইরেক্টর সুরাইয়া হক, অন্য প্রতিষ্ঠানের ছিলো রোকসানা ওহাব, ঘাসফুল থেকে আমি এবং আমার সহকর্মী শাম্মী আক্তার (প্রোগ্রাম অফিসার) ছিলো। ওয়ার্কশপ চলাকালীন একদিন ডঃ এ্যালেন আমার চেয়ারের কাছে এসে নতজানু হয়ে বসলেন এবং তাঁর হাতে) লেখা এক টুকরো হলুদ কাগজ ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। কাগজটি হাতে নিয়ে যখন পড়তে যাবো ঠিক তখনি নিজ ঠোটে তর্জনী দিয়ে দেখালেন চুপ। কাগজটি পড়ে তার লেখার নীচে ওয়ার্কশপ শেষে ডাক্তার দেখাবো লিখে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে তিনি আবার লিখলেন, তুমি লিডার, ওয়ার্কশপে তোমার প্রোগ্রাম অফিসার থাকলেই যথেষ্ট। তখন বাধ্য মেয়ের মত তাঁকে অনুসরণ করতেই তিনি আবরো একটি স্লিপ হাতে গুজে দিলেন এবং ইশারায় স্লিপটি শাম্মীকে দিতে দেখালেন। শাম্মী আক্তার আমার সাথের অংশগ্রহনকারী। চিরকুটটি ওকে দিয়ে আসলে বললেন, তুমি ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যের মহিলা। বাংলাদেশের অগনিত বঞ্চিত নারীদের জন্য তোমার মতো লিডারদের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকা জরুরী। ডাক্তার আমাকে প্রতিবছর মেমোগ্রাফ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং তা উনি জানতেন। শুনে অবাক হইনি মনে হয়েছে এই বিদেশে একজন দরদী হিতাকাঙ্খির সানিধ্য পেয়েছি, যিনি অনেক গভীর চিন্তা করেন। তিনি আমাকে নিয়ে সোজা ড্রাইভিং সীটে বসে গাড়ী ষ্ট্রাট দিলেন। বাসায় এসে আয়া মিনতিকে সাথে দিলেন এবার ড্রাইভিং সীটে বসালো তাঁদের ছেলে আজিজ। আয়া মিনতি কুমিল্লারই মহিলা। আগেই ডাক্তারের সাথে সময় স্থির ছিলো। ডাক্তার মাথায় পাগড়ী বাধাঁ ভারতীয় নাগরিক ডাঃ নারায়ন শর্মা। মেমোগ্রাফী রির্পোট ভালোই আসলো,তবে প্রতিবছরই মেমোগ্রাফী করতে সতর্ক করে দিলেন ডাক্তারও। বিকেলে টি-টাইমের শেষে শাম্মিসহ বাসায় গেলাম। আমাদের দেখে ডঃ এ্যালেন এগিয়ে আসলেন এবং অত্যন্ত দরদমাখা একরকমের ধরা গলায় বললেন, ডাক্তারের সাথে আলাপ হয়েছে,রির্পোট ভালো, তবে ঝুঁকি মুক্ত নও। দেশে ফিরে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে ভূলো না। আমার চোখ ভরে আসলো জলে। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় থাকতেন মহিলা-প্রফেসর,গবেষক,লেখিকা ও পেশাজীবি নারীদের নিয়ে একটি সংগঠন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন যার নাম বলেছিলেন "ওমেন ফর ওমেন"। আমাকে ওই সংগঠনের সদস্য হতে বলেছিলেন। আমি সংগঠন করি, নারী উন্নয়নে কাজ করি, তাই সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখি। আমি ঢাকায় থাকিনা কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় সময়-সুযোগ করতে পারিনি। সুতারাং আমার তাঁর এই মহতি উদ্যোগে অংশীদার হওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ঢাকার "ওমেন ফর ওমেন" তারই ভাবনা প্রসূত সংগঠন কিনা আমি জানিনা। ডঃ এ্যালেন কখনও সম্পৃক্ত ছিলেন কিনা তাও আমি স্পষ্ট নই। তবু এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের নারীদের নিয়ে কাজ করছে, গবেষনা করছে, আমার খুব পছন্দ লাইব্রেরীটি। মাঝে-মধ্যে গিয়ে শান্তশ্রী সিদ্দিকা আপার সাথে দেখা করি। চেনা অন্য সদস্য বোনদের সাথে দেখা হয়। বছরে ১/২ বার কর্মশালা, সেমিনারের নিমন্ত্রণ পেলেই ছুটে আসি। আমার চিন্তা ভাবনাকে নতুনত্ব যোগায়। কাজে উদ্যেমী করে।

ডঃ এ্যালেন সাত্তার সকল হিতকর কাজে তাঁর স্বামী ডঃ সাত্তারের ছায়াসঙ্গী ছিলেন। শশুরের গ্রামে ফিডার স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন ডঃ এ্যালেন। এ প্রদীপ পরবর্তীতে ডঃ

সাত্তার দম্পতি কর্তৃক এলাকায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার মশাল হিসেবে রূপ নেয়। যা শিক্ষা এবং পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্ব-নির্ভর এবং মুক্তির পথ দেখিয়েছে পুরো এলাকাবাসিকে। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ডঃ সাত্তার এর মায়ের নামে এলাকায় করফুরন্নেচ্ছা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গ্রামীন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ আরো সুগম করে দেন। এখানে উল্লেখ্য যে ডঃ সাত্তারের বন্ধু ডঃ করিম পাটোয়ারীর মায়ের নামও করফুরন্নেচ্ছা ছিলেন। এই কলেজ দুই বন্ধুর জননীর নাম বহন করছে।

ডঃ সাত্তার এবং ডঃ এ্যালেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামাবাদে স্বৈরাচার পাকিস্তানী সরকারের নজরবন্দী অবস্থায় দূঃসহ জীবন-যাপন করেন। এর মাঝে ডঃ এ্যালেন সন্তানদের নিয়ে পালাতে পারলেও পাকিস্তান সরকারের হাতে ডঃ সাত্তার জিম্মি হয়ে পড়ে। ডঃ এ্যালেন ব্রিটিশ নাগরিক, দেশ স্বাধীনের সাথে সাথে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। মন-মানষিকতার গুনে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন বাঙালী সংস্কৃতি,পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের সুঃখ-দুঃখে। সমাজ এবং দেশের মানুষের কল্যানে আরো আধুনিক এবং কার্যকর শিক্ষা বিস্তারের প্রত্যাশায় এই দম্পতি বেইস গণশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সোনার গাঁয়ে তাঁদের অনেক জমি দান করেন বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতিকে (বেইস)। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আছেন ডঃ ফেরদৌস খান, ডঃ খালেদা সালাউদ্দিন, ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরী (গণস্বাস্থের), মহিউদ্দিন আলমগীর এবং অনেক পেশাজীবি গুণীব্যক্তিত্ব।

আমার মেঝবোন ৭১-এ ইসলামাবাদে থাকতো তার স্বামী ফজলুল হক মিয়া প্লানিং কমিশনে ছিলো,ডঃ সাত্তার এবং আবু সাইদ সাহেব (নির্বাচন কমিশনার) ওদের বাসায় যেতেন, বন্দী অবস্থায় বাঙ্গালীদের হিতকর বিষয় আলোচনান্তে খাবার-দাবার হতো। এর মধ্যেও পাশের বাসার বাঙ্গালী স্ব-পরিবারে চুপিসারে পেশওয়ার যেতে আফগানিস্তান হয়ে দেশের পথে ইসলামাবাদ ত্যাগ করতে একমাত্র বাহন ছিলো ট্রাক। তুলা,সুতা ও অন্যান্য জিনিষ বহনকারী বড় বড় ট্রাক। ট্রাকের চারদিকে বস্তা আর মাঝখানে ৮/১০ জনের মতো বঙ্গালী পার করতো,আমার বোনদের সাথে ডঃ সাত্তার উৎসাহ দিয়েছেন রিক্সা নিতে,বলতেন ফজলু আপন মাটির গন্ধই আলাদা। আমার পাখি ছানাসহ নিরাপদে আছে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত আমি। ওরা উদ্বিগ্ন, তোমাদের জন্য যেমন উদিগ্ন পরাণরা। আমরা লন্ডন আমেরিকা হয়ে চিঠি লিখতাম, কোন একজনের চিঠি গেলে সবাই দেশের খবর শুনতে আগ্রহী উৎসুক থাকতো। প্ল্যানিং কমিশন জনাব কায়সার হকদের সাথে আসেন, বর্তমানে অবসর-এ গেছেন।

নাওড়া গ্রামের সুদীর্ঘ মঠ এবং বিশাল দীঘি ডঃ এ্যালেনকে মুগ্ধ করতো, এই সুন্দর বাংলাদেশের সবুজ বনানী,ফাল্গুনের কোকিল ডাকা দুপুর, খালে-বিলে পানির কুল-কুল ধারা, ছোট ছোট মাছের অবাধ সাঁতার তাঁকে বিমুগ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত। এখনও বাজারে আসবে পুটিমাছ, ফুলকপি,কৈ মাছ আর মাগুর মাছ। ডঃ এ্যালেন গ্রামের বাড়ীতে তেলের ওভেন দিয়ে রাঁন্না করতেন লালশাক,পালংশাক,আধাসিদ্ধ তিতাভাজা ফুলকপি দিয়ে মাগুরমাছের ঝোল আর কৈ-মাছের ঝোল। কিন্তু কাটা চামচ দিয়ে ডঃএ্যালেনের পুটিমাছ,কৈ মাছ আর খাওয়া হবেনা। আমার গেইটের মাধবীলতার নীচ দিয়ে আর ঘরের পথে এগুবেনা বাঙালী স্বামীর শাড়ী পড়া বিদেশীনি বধু ডঃ এ্যালেন। কারণ তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি গত ২১ নভেম্বর ২০০৫ সালে লন্ডনে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভোগেন। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে বড় বোনের সাথে বেশী থাকতেন। কিন্তু এখনো তার কীর্তির স্বাক্ষর আছে নাওড়ার কলেজ। যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের থেকে বেশী। গ্রামীণ নারী শিক্ষার অগ্রদুত ডঃ এ্যালেন বেঁচে থাকবেন হাজারো গ্রামীন ছাত্রীদের স্মৃতিতে,সরলা পল্লী নারী থেকে শুরু করে ঢাকায় তাঁর সহকর্মী ও স্বজনদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

আমি আন্তরিকভাবে চাই ডঃ এ্যালেন এবং ডঃ সাত্তার (এই দম্পতির) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী,বই আকারে লেখা হোক। যেখানে এই বিদেশিনী বাঙালী বধুর হিরণ্ময় যৌবন, সমাজসেবাসহ যাবতীয় কৃতিত্বের বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে। যদি কোন লেখক এই বিষয়ে এগিয়ে আসেন তঁদের সম্পর্কে আমার জানা সকল

ঘটনা, স্মৃতি আমি বলতে পারবো, প্রয়োজনে ছবির স্পট ভিজিটসহ সর্বাত্মক সহযোগিতা দিবো। গ্রামের এক যুবক তাঁর ভবিষ্যৎ বির্ণিমানের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন। জায়গীর থেকে ছাত্র পড়ানো, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন তা তুলে ধরতে পারবে আজকের হতাশ যুব সমাজের কাছে। ডঃ এ্যালেন এবং ডঃ সাত্তার যুগলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

শামসুন্নাহার পরান, চট্টগ্রাম, এপ্রিল - ২০০৭

লেখিকা পরিচিতি

লেখিকা আধুনিক বঙ্গনারী সমাজে একজন বিদুষী নারী। জীবনের বৃহত্তর একটি অংশ আর্তমানবতার সেবায় তিনি নিবেদন করেছেন। সমাজ সেবার পাশাপাশি অবসরে তিনি জীবনমুখী লেখালেখি করেন। কলমের আঁচড়ে তিনি তুলে ধরেন দৈনন্দিন জীবনে আশেপাশে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা এবং সমাজের বিচিত্র দিকগুলো। লেখিকা বাংলাদেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বর্তমানে একজন সফল গার্মেন্টস ব্যাবসায়ী ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলামের শাশুড়ী। পৈত্রিকসুত্রে ভিন্ন জেলার হলেও 'পরান আপা' নামে খ্যাত এই নারী জন্ম থেকেই কর্ণফুলীর কুলঘেঁষা চট্টগ্রাম শহরেই কাটাচ্ছেন।

- - - প্রধান সাম্পানওয়ালা